

জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের রূপরেখা

নর্মান বেথুন জনস্বাস্থ্য আন্দোলন

শুভেচ্ছা

ডাঃ নর্মান বেথুন ছিলেন সর্বকালের শ্রেষ্ঠ আন্তর্জাতিকতাবাদী চিকিৎসক। তাঁর সৃজনশীল প্রতিভা, চিকিৎসক হিসাবে দক্ষতা ও অদম্য কর্মক্ষমতাকে তিনি হৃদয়ের উষ্ণতা দিয়ে শোষিত মানুষের সেবায় নিযুক্ত করেছিলেন। জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের পথপ্রদর্শকরূপে তাঁর নাম তাই সব দিক থেকেই সুপ্রযুক্ত।

1983 সালে ঢাকায় গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র আয়োজিত এক আলোচনাচক্রে যোগ দিতে গিয়ে নর্মান বেথুন জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় কর্মীদের সাথে একত্রে থাকার সুযোগে এঁদের কর্মধারা এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার সাথে পরিচিত হই। তখন থেকেই আমি এই আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষকতা করছি।

ভারতীয় মেডিকেল মিশনের সদস্য হয়ে 1938 সালে আমি প্রথম চীনে যাই। ডাঃ বেথুন এবং আমরা একই সময়ে জাপ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছি একই ফ্রন্টের বিভিন্ন অংশে থেকে। আমার প্রথম কাজ ছিল ইয়েনানে, কমরেড মাও ৎসে তুঙ-এর যুদ্ধকালীন সদর দপ্তরে। কিছুদিন পরে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ডাঃ বেথুনকে বিশ্রাম ও অন্য কাজের জন্য ছুটি দিতে ডাঃ দ্বারকানাথ শান্তারাম কোটনিস ও আমাকে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানো হয় তাঁর দায়িত্ব বুঝে নেবার জন্য। পথেই আমরা তাঁর অপ্রত্যাশিত এবং মর্মান্তিক মৃত্যুসংবাদ পাই। এমতাবস্থায় একই সময়ে কাছাকাছি এলাকায় থেকেও তাঁর সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়নি—তবে তাঁর অসমাপ্ত কাজের-দায়িত্ব আমরা কাঁধে তুলে নিয়ে সাধ্যানুযায়ী পালন করেছি। আমি আশা করি 'নর্মান বেথুন জনস্বাস্থ্য আন্দোলন' আমাদের কাজের সার্থক উত্তরাধিকারের মশাল বহন করবে।

ডাঃ বেথুনের জীবন বিষয়ক একটি চলচ্চিত্রের প্রিণ্ট চীনের বন্ধুরা আমায় দিয়েছিলেন। নর্মান বেথুন জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের কর্মীরা এই চলচ্চিত্র আমার কাছ থেকে নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় প্রদর্শনসহ বেথুনের আদর্শ প্রচার করেছেন। আজ এই আন্দোলনের কর্মধারা বিস্তৃতির শুভ সূচনায় আমার আন্তরিক শুভেচ্ছার প্রতীকরূপে এই চলচ্চিত্রটি এঁদের হাতে অর্পণ করছি।

স্বাস্থ্য আন্দোলনে সাধারণ মানুষকে সংগঠিত করে 'নর্মান বেথুন জনস্বাস্থ্য আন্দোলন' বৃহত্তর গণআন্দোলনকে এগিয়ে নেবার কাজে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আমি দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করি।

23 জানুয়ারী, 1986

ডাঃ বিজয় কুমার বসু

আমাদের কথা

জনস্বাস্থ্য আন্দোলন বলতে আমরা কি বুঝি, এই আন্দোলনের গতি প্রকৃতি এবং আর্থসামাজিক অবস্থার মৌল পরিবর্তন ঘটানোর সংগ্রামের সঙ্গে এই আন্দোলন কিভাবে সম্পর্কিত হবে সে বিষয়ে আমাদের ধ্যানধারণাকে সমর্থন জানিয়ে গত 31 জানুয়ারী 1986 তারিখে 'জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের রূপরেখা' শীর্ষক আলোচনা সভায় অংশ নিয়েছিলেন জনজীবনের বিভিন্ন অংশের বেশ কিছু নেতৃস্থানীয় কর্মী। এঁদের মধ্যে প্রাক্তন উপাচার্য সুশীল কুমার মুখোপাধ্যায় (সভাপতি), তৎকালীন সহ উপাচার্য প্রতীপ কুমার মুখোপাধ্যায়, মেডিক্যাল ফ্যাকাল্টির ডীন ডাঃ ভাস্কর রায়চৌধুরী, বর্তমান বিধায়ক ডাঃ গৌরীপদ দত্ত, শিক্ষক নেতা অজিত বাগ, 12 জুলাই কমিটির ভবতোষ রায়, কবি সৃজন সেন এবং 'জ্যাকারি'-র বিনায়ক দত্তরায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁদের চিন্তার প্রতিফলন সহ এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই ইস্তাহারে খসড়া আকারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। **"People's Health Movement—A manifesto"** নামে এই পুস্তিকার একটি ইংরাজী অনুবাদও প্রকাশিত হয়েছে।

মে দিবস শতবার্ষিকীতে (1 মে 1986) মনুমেণ্ট ময়দানের জনসভায় এই ইস্তাহারটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। বর্তমান দ্বিতীয় সংস্করণে আমাদের সংগঠন বিষয়ে একটি পরিচ্ছেদ যুক্ত করা হল। এই সময়ের মধ্যে আমরা মোট এগারোটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছি। পুস্তিকাগুলির সমাদর বাংলাভাষী জনগোষ্ঠীর বাইরেও পেঁছেছে। ইতিমধ্যে মহারাষ্ট্র, হরিয়াণা ও বিহারের কিছু গণবিজ্ঞান সংগঠন এগুলি তাঁদের ভাষায় অনুবাদের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। দিল্লী সায়েন্স ফোরাম, এবং কেরালা শাস্ত্র সাহিত্য পরিষদও আমাদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। আমাদের কর্মসূচীকে এগিয়ে নেবার জন্য আগামী দিনেও আমরা আরও অনেক সমাজ সচেতন ব্যক্তি ও সংগঠনের শুভেচ্ছা, পরামর্শ এবং সহায়তা চাই—আমরা খোলা মনেই এগোতে চাই।

দ্বিতীয় সংস্করণ
6 আগষ্ট, 1987

সুখময় ভট্টাচার্য
কর্মসচিব

নর্মান বেথুন জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের পক্ষে পুস্তিকাটি লিখেছেন শ্রী কালিদাস সমাজদার এবং সম্পাদনায় সহযোগিতা করেছেন শ্রী বিশ্বজিৎ দত্তগুপ্ত।

প্রথম প্রকাশ : 1 মে, 1987

জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের রূপরেখা

"অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু..."

স্বাস্থ্য মানুষের মৌলিক অধিকার। ভারতবর্ষের কোটি কোটি মানুষ সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত। শ্রেণীবিভক্ত ভারতে স্বাস্থ্যের অধিকার রক্ষার ব্রতে আমাদের এগিয়ে আসতে হবে। মৌলিক পরিবর্তনের এও এক গুরুত্বপূর্ণ সীমান্ত। আমরা যারা মাটির সন্তান তাদের কর্তব্য হলো ভারতবর্ষের মাটি থেকে স্বাস্থ্যহীনতার হীন জঞ্জাল পরিষ্কার করা। মানুষের স্বাস্থ্যহীনতার মূল কারণগুলো তুলে ধরাই এই পুস্তিকার বিষয়। সমাজের জরাজীর্ণ অস্বাস্থ্যের বাস্তব রূপ তুলে ধরাই এই পুস্তিকার প্রসঙ্গ। গম্ভীর এই মানবিক এবং সামাজিক সমস্যার মুখোমুখি আমাদের কর্তব্যের রূপরেখা তুলে ধরাই আমাদের প্রাথমিক শর্ত। নর্মান বেথুন জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের কর্মীরা সেই শর্ত পালনে অঙ্গীকারবদ্ধ।

জনস্বাস্থ্য বলতে আমরা কী বুঝি?

সমাজের প্রত্যেক মানুষ বেঁচে থাকার প্রয়োজনে অন্যদের উপর নির্ভর করেন। কোন মানুষ যখন নিজের বা পরিবারের স্বাস্থ্যের তদারকি করেন, তখনও তিনি সমাজের অন্য সদস্যদের সাহায্য গ্রহণ করেন। তিনি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে পারেন; কিন্তু তাঁর পরিবেশ যদি অস্বাস্থ্যকর হয়, তিনি যে খাদ্য গ্রহণ করেন তা যদি প্রতিকূল হয় কিংবা তিনি যদি যথেষ্ট পরিমাণে নিজের বা পরিবারের জন্য খাদ্য এবং পানীয় জল সংগ্রহ করতে না পারেন, তবে তাঁর নিজের বা পরিবারের স্বাস্থ্য বিপন্ন হবেই। অতএব স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে স্বাস্থ্যরক্ষার দুটি দিক আছে। একটি হলো ব্যক্তির নিজের স্বাস্থ্য, অন্যটি হলো সকলের স্বাস্থ্য বা জনস্বাস্থ্য। একটি আরেকটির উপর নির্ভরশীল।

পরিবেশ বা সমাজের অবস্থা ও নিয়মগুলি যদি প্রতিকূল হয়, তবে ব্যক্তির স্বাস্থ্য এবং সমষ্টির স্বাস্থ্য বা জনস্বাস্থ্য বিপন্ন হয়। প্রতিকূল আর্থ-সামাজিক কারণে খাদ্য এবং যথাযথ পরিবেশ থেকে বঞ্চিত হয়ে দারিদ্র

দেশগুলিতে মানুষ অপুষ্টিতে ভোগে। পরিণতিতে অসংখ্য মানুষ যক্ষায় ও অন্যান্য প্রতিরোধযোগ্য রোগে মারা যায়। কিন্তু ধনী দেশগুলিতে মাথাপিছু খাদ্য বেশি থাকায় অপুষ্টি তথা অপুষ্টিজনিত রোগ কম। ফলত সেখানে যক্ষা এবং অন্যান্য প্রতিরোধযোগ্য রোগে আক্রান্তের সংখ্যা এবং মৃত্যু খুবই কম। অথবা, ধরা যাক আন্ত্রিক রোগের কথা। শুধুমাত্র নিরাপদ পানীয় জল এবং পরিচ্ছন্ন বসবাসের ব্যবস্থা করেই এই রোগকে প্রায় দূর করা যায়। সুতরাং প্রমাণিত হচ্ছে যে অধিকাংশ রোগে ভোগা বা মৃত্যু সম্পূর্ণত আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করে। আর্থিক বৈষম্য, সামাজিক বৈষম্য এবং দারিদ্র্য ধারণ করে রয়েছে যে সব দেশ, তারা স্বাস্থ্যের ন্যূনতম এইসব শর্ত পালন করতে পারে না। উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতেও প্রাচুর্যের অন্তরালে দারিদ্র্য—এই সামাজিক বৈষম্যের পাশাপাশি আরেক ধরনের স্বাস্থ্যের সমস্যা পরিলক্ষিত হয়। সেটা হল সমাজ জীবনের এই নৈরাজ্য বিভিন্ন স্তরের মানুষদের, মূলত যুবক-যুবতীদের মনোজগতে এক নিরাপত্তাহীনতা ও বিচ্ছিন্নতার জন্ম দেয়—যার থেকে উদ্ভুত হয় বিকৃত মানসিকতা। ফলত, সেই সব দেশে চুরি, ডাকাতি, ধর্ষণ, নেশাগ্রস্ততা, যৌনরোগ ইত্যাদি ক্রমবর্ধমান এবং ভয়াবহ আশংকার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অসুস্থতার সামাজিক উদ্ভব ঃ

স্বাস্থ্য এবং সামাজিক অর্থে জনস্বাস্থ্য বিষয়টি কিভাবে দেখা হবে? প্রথমেই ধরা যাক, স্বাস্থ্য কী অর্থাৎ শারীরিক কোন অবস্থাকে স্বাস্থ্য বলা যাবে? একসময় চিকিৎসাবিদরা স্বাস্থ্য ও অসুস্থতা প্রসঙ্গে যে ব্যাখ্যা দিতেন, তা মূলত ব্যক্তিকেন্দ্রিক। অর্থাৎ রোগের মূল কারণকে শুধু-মাত্র আক্রান্ত সেই মানুষের জৈবিক অস্তিত্বের মধ্যে খুঁজে বার করতে হবে। অধীত বিদ্যার মূল আক্রমণবিন্দু হবে সেই জীবাণু, ভাইরাস ইত্যাদি যা ব্যক্তি-মানুষের শরীরে বাসা বেঁধেছে এবং ফলশ্রুতি হিসাবে রোগের উদ্ভব ঘটেছে। অর্থাৎ মানুষের শরীর যেন একটা যন্ত্র—যার কোথাও কোন গোলমাল হলে খুঁজে বার কর, সারিয়ে ফেল এবং ব্যক্তিকে তার আপাত-স্বাভাবিক শারীরিক বৈশিষ্ট্যে ফিরিয়ে দাও, তাহলেই তোমার কাজ শেষ। স্বাস্থ্য সম্পর্কে এই যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই চিকিৎসাবিদরা অসুখের অনুপস্থিতিকেই সুস্বাস্থ্যের মাপকাঠি ভাবতেন। কাগজে কলমে আজকাল স্বাস্থ্যের সংজ্ঞা বদলালেও প্রয়োগগত দিক দিয়ে এখনও সেই সনাতন দৃষ্টিভঙ্গীতেই সমস্ত বিচার-বিবেচনা চলছে এবং প্রয়োগনীতি নির্ধারিত হচ্ছে।

বর্তমান সংজ্ঞায় স্বাস্থ্য হচ্ছে শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক সুখাবস্থা। কেবলমাত্র রোগের অনুপস্থিতিকেই স্বাস্থ্য বলা চলে না। এক সুস্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে নীরোগ দেহ ও নিরুদ্বেগ মনের অধিকারী কোন ব্যক্তিবিশেষকেই কেবল স্বাস্থ্যবান বলে চিহ্নিত করা যায়। অর্থাৎ স্বাস্থ্যের জন্য চাই তিনটি পরস্পর নির্ভরশীল অবস্থা। আমাদের দেশে এই তিনটি অবস্থাই অনুপস্থিত। সমাজসৃষ্ট যে কারণগুলির, অর্থাৎ খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, পরিশ্রুত জল, শিক্ষা ইত্যাদির, চূড়ান্ত অভাব পরিশ্রমী মানুষকে কিভাবে প্রতিদিন দুর্বল থেকে দুর্বলতর করছে, তার সমস্ত প্রাণশক্তি নিংড়ে নিচ্ছে, তা নিঃসন্দেহে উদাহরন দিয়ে বোঝানোর দরকার নেই। বেকারত্বের জ্বালায় প্রত্যহ দগ্ধ হচ্ছে লক্ষ লক্ষ মানুষ, ন্যূনতম ক্রয়ক্ষমতা হারিয়ে দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হচ্ছে ; গ্রামে-গঞ্জে, শহরের ফুটপাথে শুধুমাত্র অনাহারজনিত কারণে মারা যাচ্ছে ; প্রত্যহ প্রায় চল্লিশ হাজার শিশুর মৃত্যু ঘটছে অপুষ্টিতে। অন্ধত্ব আকাশ ছেয়ে ফেলেছে। প্রসূতির মৃত্যু ঘরে ঘরে। যে দেশ এইরকম একটি ভয়ংকর অসাম্যের মঞ্চে নিরন্তর দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই দেশের সামাজিক পতাকায় স্বাস্থ্যহীনতা শব্দটি যে অঙ্কিত অবস্থায় পত্‌পত্‌ করে উড়বে এতে আশ্চর্য্যের কী আছে ? শুধুমাত্র চিকিৎসকরা আর গুটিকয়েক হাসপাতাল এর সমাধান কিভাবে করবে ?

দরিদ্র দেশগুলিতে সমাজের চিকিৎসাই তাই মূল ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমাজের স্বাস্থ্যহীনতার দায় বহন করে নাগরিকরাও স্বাস্থ্যহীন। ব্যক্তিবিশেষের স্বাস্থ্য একক চিন্তায় অর্থহীন। জনজীবনের বিভিন্ন অবস্থানের সকল ব্যক্তিকে এগিয়ে আসতে হবে। অনিবার্যভাবে আর্থ-সামাজিক অবস্থার টেবিলে জনস্বাস্থ্যকে রেখে আলোচনা করতে হবে।

1978 সালে রাশিয়ার আলমা আটা শহরে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা আয়োজিত এক সেমিনারে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশ শপথ নিলো—'2000 সালের মধ্যে সকলের জন্য স্বাস্থ্য'। ঘোষণাপত্রে একে ব্যাখ্যা করা হলো এই ভাবে—2000 সালের মধ্যে পৃথিবীর সকল লোকের জন্য এমন এক স্বাস্থ্যমান অর্জন করতে হবে, যাতে তারা সামাজিক এবং অর্থনৈতিকভাবে সৃজনশীল জীবনের অধিকারী হয়। এই জীবন কোন পথে বাস্তবে রূপ নেবে ? সেই পথেরও সন্ধান দেওয়া হলো। তাতে রয়েছে—সকলের জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্যব্যবস্থার প্রবর্তন, স্বাস্থ্য সমস্যা নিবারণ বা নিয়ন্ত্রণ করার শিক্ষাদান, খাদ্য সরবরাহ ও উপযুক্ত পুষ্টির বিধান, পর্যাপ্ত পরিমাণে নিরাপদ জল এবং সাধারণ

স্যানিটেশনের ব্যবস্থা, স্থানীয় প্রধান প্রধান সংক্রামক ব্যাধির প্রতিষেধক টিকাদান, স্থানীয় ব্যাধিগুলির প্রতিষেধ ও নিয়ন্ত্রণ, সাধারণ ব্যাধি ও দুর্ঘটনার যথোপযুক্ত চিকিৎসা এবং প্রয়োজনীয় ওষুধ সরবরাহ। আলমা আটা ঘোষণাপত্রে যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলা হয়েছে, সেগুলি আমাদের নিরন্ন দেশবাসীদের কাছে আকাশকুসুমের মত। এখন প্রশ্ন এই ব্যবস্থাগুলি কতদিন আকাশকুসুম হয়ে থাকবে ? আর কতদিন দেশের মানুষ বঞ্চিত হয়ে থাকবে ? এই প্রশ্ন হলো স্বাস্থ্যচেতনার প্রশ্ন। এই প্রশ্ন দেশে দেশে উঠছে। আমরা সঠিকভাবেই জানি যে স্বাস্থ্য চেতনার মৌল বিকাশ আগামী দিনে প্রতিকূল আর্থ-সামাজিক কাঠামোকে ভেঙ্গে চৌচির করে দেবার ক্ষমতা রাখে।

স্বাস্থ্য রূপান্তরিত হয় পণ্যে :

আদিম পৃথিবীতে মানুষ যখন প্রথম গোষ্ঠীবদ্ধ হয়েছিল, তখন কিন্তু এই রোগ ও স্বাস্থ্যরক্ষা ইত্যাকার বিষয়গুলি চিন্তা-চেতনায় ছিল না। সমাজ বিবর্তনের জটিল ধারায় অগ্রগতির স্বার্থে নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য সমাজে জন্ম-লাভ করেছিল। প্রকৃতির বিভিন্ন প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে মানুষ যখন এই পৃথিবীতে তাদের অস্তিত্বকে বজায় রাখার চেষ্টা করছে, তখন নিজেদের বেঁচে থাকবার তাগিদে আত্মরক্ষার পদ্ধতি হিসাবে প্রাকৃতিক জগতের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার সৃজনশীল প্রয়োগের মধ্য দিয়ে জন্ম-গ্রহণ করেছিলো 'বিজ্ঞান'—যার অন্যতম শাখা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো চিকিৎসাবিদ্যা। সংঘবদ্ধ মানুষ নিদারুণ বৈপরীত্যের মধ্যে নিজেদের গোষ্ঠীগত অবস্থানকে সুদৃঢ় রাখার জন্য এই অভিজ্ঞতালব্ধ বিদ্যার সামাজিক প্রয়োগ করে সৃষ্টি করেছিলেন আদি স্বাস্থ্যব্যবস্থা। সমষ্টির স্বার্থে চিকিৎসাবিদ্যার এই প্রয়োগ জন্ম দিয়েছিল 'জনস্বাস্থ্য' চিন্তা-চেতনাকে।

মানবজাতির এই আদিম সমাজে এমনকি তার পরবর্তী বেশ কিছু কালেও স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা মানুষের স্বাভাবিক কর্তব্য হিসাবে বিবেচিত হত। বিবর্তনের মধ্য দিয়ে মানবসমাজ যখন শ্রেণীভিত্তিক সমাজে পরিণত হলো, যখন সমগ্র সমাজ ধনী ও গরীব দুটি শ্রেণীতে টুকরো হয়ে গেল, উৎপাদনের মালিকানা কেন্দ্রীভূত হলো মুষ্টিমেয় কিছু লোকের হাতে, আর অগণিত মানুষ তাদের অধীনে অর্থনৈতিক দাসত্বে বন্দী হলো, ঠিক সেই সময় থেকেই স্বাস্থ্যব্যবস্থার মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীর ক্ষেত্রে রদবদল ঘটে যায়। সেই সময় থেকেই চিকিৎসক এবং বিভিন্ন স্বাস্থ্যকর্মীরা একটি বিশেষ সম্প্রদায় হিসাবে নিজেদের গোষ্ঠীবদ্ধ করলো, যারা নিজেদের জ্ঞান ও অধীত বিদ্যার প্রয়োগের

মাধ্যমে জীবিকা অর্জন করতে শুরু করে, নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে মানুষকে চিকিৎসার সুযোগ দেয়। এই ভাবেই চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা পরিণত হয়েছিলো পণ্যে। চিকিৎসকরা গ্রহণ করেছিলেন এক একজন স্বাধীন উৎপাদকের ভূমিকা। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় চিকিৎসকদের এই ভূমিকার সর্বোচ্চ বিকাশ হয়। এর সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্যব্যবস্থার মধ্যে অফুরন্ত মুনাফা সংগ্রহের উর্বর সম্ভাবনা পুঁজিপতি ব্যবসায়ীদের চোখ এড়ায়নি। একদিকে ওষুধকে কেন্দ্র করে ভেষজ শিল্পের মাধ্যমে, অপরদিকে চিকিৎসা বিতরণের মাধ্যম হিসাবে ছোট বড় বিভিন্ন মাপের হাসপাতালগুলির মধ্য দিয়ে চূড়ান্ত নিষ্ঠুরতায় ও অমানবিকতায় বহুজাতিক সংস্থাগুলি ও দেশীয় পুঁজিপতিরা মুনাফার পাহাড় গড়ে তুলছে। সমাজের মহত্তম বৃত্তি আজ এইভাবেই অর্থ-লোলুপ শাসককুলের পদদলিত হচ্ছে।

স্বাস্থ্যব্যবস্থা—শোষণ ও শাসনের হাতিয়ার ঃ

সমাজ শ্রেণীবিভক্ত হয়ে যাবার অব্যবহিত পর থেকেই শাসকশ্রেণীর কুক্ষিগত স্বাস্থ্যব্যবস্থা ব্যবহৃত হতে শুরু হয় শোষিত মানুষের বিরুদ্ধে শাসনের হাতিয়ার হিসাবে। দাসব্যবস্থা ও সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় চিকিৎসার সুযোগ পেতেন মূলত শাসকশ্রেণী ও তাদের অনুগত প্রজাবৃন্দ। এই বৃত্তের বাইরের অসংখ্য মানুষ মারী ও মড়কের সঙ্গে প্রতিদিন লড়াই করে নিশ্চিহ্ন হতে হতে টিঁকে থাকত অথবা বেঁচে থাকার জন্য শাসক শ্রেণী ও তাদের অনুগত চিকিৎসক সম্প্রদায়ের কাছে নতজানু হয়ে দাঁড়াত চিকিৎসার জন্য। এইভাবেই শাসক সম্প্রদায় অধীনস্থ প্রজাবৃন্দকে অর্থনৈতিক দাসত্বের পাশাপাশি স্বাস্থ্যরক্ষার প্রসঙ্গেও নিজেদের মুখাপেক্ষী করে রেখেছিল।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থা যখন ধীরে ধীরে তার ভিত্তিভূমি গঠন করছে, তখন নিজেদের উৎপাদনের স্বার্থেই তারা শ্রমিক সম্প্রদায়কে রক্ষা করার জন্য সচেষ্ট হলো। উৎপাদনশীলতা উচ্চস্তর পর্যায়ে নিয়ে যেতে হলে যারা শ্রম-শক্তি নিয়োজিত করছে, তাদের বেঁচে থাকাটাই শুধুমাত্র জরুরী নয়, শ্রমক্ষমতা বজায় রাখার জন্য দৈহিক সুস্থতাও একান্তভাবে আবশ্যক। নচেৎ উৎপাদন অধোমুখী হবে এবং স্বাভাবিকভাবে মুনাফার পরিমাণও কমবে। তাই বর্তমান চিকিৎসাবিজ্ঞান বিকশিত হতে শুরু করলো পুঁজিবাদের সরাসরি তত্ত্বাবধানে। বিভিন্ন গবেষণা আবিষ্কার ইত্যাদির মধ্য দিয়ে চিকিৎসাবিদ্যা সর্বাধিক সম্ভাবনা সৃষ্টি করলো ইউরোপ এবং আমেরিকার শিল্পবিপ্লবের পর। সাধারণ মানুষ যখন স্বাস্থ্যকে বিচার করে জীবনকে পরিপূর্ণভাবে

উপভোগ করার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় উপাদান হিসাবে, পুঁজিবাদীরা ঠিক তখনই পরিশ্রমী মানুষদের ন্যূনতম স্বাস্থ্যকে বজায় রাখার জন্য রোগমুক্তির পন্থা হিসেবে মানুষের সামনে প্রতিষ্ঠিত করে ডাক্তার-রোগী-হাসপাতাল কেন্দ্রিক চিকিৎসাব্যবস্থা যা তাদের আপাতভাবে রোগমুক্ত করলেও পুনরায় ফিরিয়ে দেবে সেই পরিবেশে যেখানে অসুখ হওয়ার যাবতীয় উপাদানগুলি উপস্থিত। স্বাস্থ্যহীনতার মৌলিক সামাজিক কারণগুলিকে পাশ কাটিয়ে রোগাক্রান্ত মানুষদের আশু সমস্যা প্রতিকারের ব্যবস্থা হলো।

রোগ, রোগী, সেবা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, ওষুধ, হাসপাতাল—এই সব শব্দগুলি তাই নূতন চিন্তাভাবনায় আজ অন্য অর্থ বহন করে চলেছে। স্বাস্থ্য সম্পর্কে আমাদের মধ্যে প্রচলিত যে রীতি তা হলো, সুস্থ অসুস্থ যে কোন অবস্থায় আপনার আমার স্বাস্থ্যের জিম্মাদার হলেন চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যচর্চার প্রধান উপায় হলো রকমারী ওষুধ। এ যেন একজন মানুষ এবং তার নিজের স্বাস্থ্যের মাঝখানেই এক অলংঘ্য দেওয়াল তুলে দেওয়া হচ্ছে। একমাত্র অসুস্থ হলেই স্বাস্থ্য। কেবল তখনই চিকিৎসা, রোগ, ওষুধ ইত্যাদি নিয়ে সেই মানুষ মাথা ঘামাবে। অন্য সময় তা করা নিতান্তই গর্হিত কাজ। অর্থাৎ বর্তমান স্বাস্থ্যব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং প্রধান ভূমিকায় চিকিৎসকগণ।

স্বাস্থ্য সম্পর্কে এই রকম অস্বচ্ছ ও ভুল ধারণার উৎপত্তি ইংরেজ শাসনাধীন ভারতে। ইংরেজ শাসকরা নিজেদের প্রয়োজনে প্রতিষ্ঠানগত চিকিৎসাব্যবস্থা এবং চিকিৎসা সম্বন্ধে যে অসম্পূর্ণ ধারণার সৃষ্টি করেছিলো, তা এখনও আমাদের সমাজের বুকে শিকড় প্রোথিত করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। স্বাধীনতার পরে শত শত হাসপাতাল ডাক্তার, নিত্যনতুন আধুনিক ওষুধ, সর্বাধুনিক চিকিৎসা ও পরীক্ষা নিরীক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু ঠিক যে গতিতে চিকিৎসাবিদ্যা আধুনিকতর হয়েছে, তার চেয়েও অধিকতর দ্রুততায় চিকিৎসার সুযোগ গ্রহণের ক্ষমতা গরীব মানুষদের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। তাই একবিংশ শতাব্দীর দোরগোড়ায়, চিকিৎসা বৈজ্ঞানিকদিক থেকে এক অত্যাধুনিক জায়গায় পৌঁছোনো সত্ত্বেও বহুবছর আগেকার সেই অনাহার-অপুষ্টি-অশিক্ষা-দারিদ্র্য-পরিবেশজনিত রোগসৃষ্টির প্রাথমিক শর্তগুলি পূর্ববৎ বজায় রয়েছে এবং বাস্তবিকভাবে অনেকগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। আর মানুষের বিপদগ্রস্ততার সুযোগ নিয়ে ধনিকশ্রেণী ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুলেছে তাদের ভয়ংকর ব্যবসা, সৃষ্টি করেছে এক নারকীয় চক্রের,

যেখানে মানুষ বারবার রোগাক্রান্ত হয়, ডাক্তারের কাছে যায়, আপাতসুস্থ হয়ে ঘরে ফেরে, পূর্বের সেই সামাজিক পরিবেশে আবার রোগাক্রান্ত হয়, আবার যায় চিকিৎসার জন্য। জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি এই চক্রে আবদ্ধ হয়ে পড়ে প্রতিটি মানুষ।

জনস্বাস্থ্য আন্দোলন কেন ?

তাই 'অসুস্থতা' তখনই সঠিকভাবে বোঝা যায়, যখন একে বর্তমান সমাজব্যবস্থায় নিপীড়িত গরীব শ্রেণীর সামাজিক স্বাস্থ্যহীনতার সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন-ভাবে বিচার করা হয়, এই অপরিসীম সামাজিক অসাম্যের পরিবেশে কিভাবে বিভিন্ন জীবাণু, রাসায়নিক, ভাইরাস ইত্যাদি মানুষের মধ্যে রোগের উদ্ভব ঘটাচ্ছে তার প্রকৃত কারণকে চিহ্নিত করা যায়। যতদিন দেশের বুকে দারিদ্র্য থাকবে, অপুষ্টি থাকবে, বেকারত্ব থাকবে, ততদিন রোগ এবং অকাল-মৃত্যুর অন্ধকার আমাদের ঢেকে রাখবে। এই অন্ধকারের পথ বেয়ে অর্থ-লোলুপ সরীসৃপেরা রোগগ্রস্ত, ভগ্নস্বাস্থ্য, পরিশ্রমী মানুষের উপর চাপিয়ে দেবে আরো আরো শোষণের বোঝা। শীর্ণ থেকে শীর্ণতর, দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হবে অগণিত মানুষ। সেই মৃতপ্রায় দেশবাসীর আশা-আকাংখাকে পদদলিত করে শাসককূল একবিংশ শতাব্দীর আধুনিক যুগে উত্তরণের সুখস্বপ্ন দেখছে। বিশ্ব জুড়ে অসংখ্য অকালমৃত্যুর হাহাকারকে নেপথ্যে রেখে সাম্রাজ্যবাদ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের তোড়জোড় করছে। হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয়িত হচ্ছে যুদ্ধাস্ত্র তৈরি করতে, যার অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশে পৃথিবীর বুক থেকে অপুষ্টিকে মুছে দেওয়া যেত, যক্ষ্মাকে নির্মূল করা যেত। যুদ্ধচক্রান্তের অবশ্যম্ভাবী অঙ্গ হিসাবে ভারতবর্ষসহ তৃতীয় বিশ্বের গরীব মানুষেরা পরিণত হয়েছে গিনিপিগে, যাদের উপর রাসায়নিক ও জীবাণু যুদ্ধের যাবতীয় সাজসরঞ্জাম পরীক্ষামূলকভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে দেশীয় শাসকশ্রেণীর সক্রিয় সহযোগিতায়।

তাই আজ আপনি আমি আমরা চাইলেই স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে পারি না। রোগমুক্তির সংগ্রাম ও শোষণমুক্তির সংগ্রামের সেতুবন্ধন করার ঐতিহাসিক কর্তব্যে আমাদের একাগ্র থাকতে হবে। সবাই মিলে স্বাস্থ্যহীনতার সমস্ত কারণগুলি দূর করার ব্যাপারে সচেতন হলে এবং সেই উদ্দেশ্যে কাজ করলেই কেবল ভবিষ্যতে সমাজের এবং সমাজে বসবাসকারীদের স্বাস্থ্যহীনতা ঠেকানো যাবে। এই কাজ কারো একার নয়। এ কাজ সবার। সবাই মিলে তাই

স্বাস্থ্যের আন্দোলন করতে হবে। সেই উদ্দেশ্যেই জনস্বাস্থ্য আন্দোলন। সেই উদ্দেশ্যেই 'নর্মান বেথুন জনস্বাস্থ্য আন্দোলন'।

নর্মান বেথুন–জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের প্রতীক ঃ

যাঁরা সাহিত্যের চর্চা করেন, রবীন্দ্রনাথ, শেক্সপীয়ার বা গোর্কির নাম তাঁদের কাছে খুবই প্রিয়। বিজ্ঞানকর্মীদের কাছে খুব প্রিয় হলো সত্যেন্দ্রনাথ, গ্যালিলিও বা ব্রুনোর নাম। সেই রকমই স্বাস্থ্যকর্মীদের কাছে খুব প্রিয় একটি নাম হলো নর্মান বেথুন। নর্মান বেথুন ছিলেন আন্তর্জাতিকতাবাদের একটি শরীরী প্রকাশ। অনেক দূরের দেশ কানাডার টরেন্টো শহরে নর্মান বেথুন জন্মেছিলেন। কিন্তু তিনি সমস্ত পৃথিবীকেই নিজের জন্মভূমি, মানুষের জন্মভূমি মনে করতেন। 1890 সালের 4মার্চ মার্চের এক ঝোড়ো হাওয়ার দিনে যে শিশু জন্মেছিলো, সে বড় হয়ে ঝোড়ো হাওয়ার মতই পৃথিবীর নিপীড়িত মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। স্পেনে, ইংল্যান্ডে, ফ্রান্সে, সোভিয়েত রাশিয়ায় এবং শেষে চীনে—সর্বত্র। কানাডা থেকে চিকিৎসা বিজ্ঞানে স্নাতক হয়ে তিনি লন্ডন শহরে যান। সেখানে ওয়াল্টার পেটার নামে এক জ্ঞানী পুরুষের মতবাদ তাঁকে দারুণ ভাবায়। পেটারের একটি কথা নর্মান বেথুন নিজের চলার পথে সর্বদা মনে রাখতেন—নিজেকে নিখাদ অগ্নিশিখার মত জ্বালাও, যদি পেতে চাও জীবনের উজাড় করা সাফল্যের ভালবাসা। মানুষের সেবায় বেথুন সেইভাবেই নিজেকে জ্বালিয়েছিলেন দেশকালপাত্রের সীমানা ভেঙ্গে দিয়ে।

বেথুন স্পেনে গেলেন আন্তর্জাতিক ব্রিগেডের মেডিক্যাল মিশনের নেতা হিসেবে ফ্রাংকোর ফ্যাসিস্টশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামরত স্পেনীয় জনগণকে সাহায্য করতে। অসমসাহসিকতা ও দক্ষতায় যুদ্ধক্ষেত্রের অনতিদূরে অসংখ্য আহত সৈনিককে অস্ত্রোপচার ও রক্তচালনা করে ফিরিয়ে দিলেন জীবন। ছুটে গেলেন ইংল্যান্ডে, আমেরিকায়, ফ্রান্সে, কানাডায়, স্পেনীয় জনগণের প্রতি সৌভ্রাতৃত্ব ও সাহায্যের আবেদন জানাতে। মার্কসীয় মতবাদকে গ্রহণ করলেন জীবনের দিকনির্দেশক হিসেবে। তাঁর এই ধারাবাহিক পবিত্র কর্মকান্ড গভীর অন্তঃপ্রবাহী হয়ে উঠলো 20 জুন, 1983 সালে যখন তাঁর জাহাজ চীন দেশের বন্দর স্পর্শ করেছিলো। শল্য চিকিৎসার ক্ষেত্রে তাঁর নামডাক তখন পৃথিবী জুড়ে। সব ছেড়ে ছুঁড়ে প্রচন্ড উদ্যম ও অসীম ভালবাসা নিয়ে বেথুন ঝাঁপিয়ে পড়লেন চীনদেশের জনসাধারণের সেবায়। কোনরকম বিশ্রাম না নিয়ে দিনরাত ন্যায়যুদ্ধে আহত সৈনিক

ও স্থানীয় লোকদের চিকিৎসা করতেন। জীবনের প্রচণ্ড ঝুঁকি নিয়ে কাজ করতে করতে অস্ত্রোপচারের সময় তিনি আহত হয়েছিলেন। সেই ক্ষতস্থান বিষিয়ে তিনি গুরুতর অসুস্থ হন এবং 1930 সালের 12 নভেম্বর তিনি মারা যান।

বেথুন মনে করতেন—চিকিৎসক শুধু রোগটি সারিয়ে দিতে পারেন মাত্র ; কিন্তু সেই রোগের মূল কারণ কী? মূল কারণ হলো সামাজিক ব্যবস্থা। একজন অসুস্থ রোগীকে সুস্থ করলেও সমাজে এবং পরিবেশে যদি অসুস্থতা থাকে, তবে রোগীর একটি দীর্ঘ সারি সর্বদাই দেখা যাবে। আমাদের এই ভারতবর্ষে অল্প লোকের হাতে পাহাড় প্রমাণ সম্পদ এবং অন্যদিকে জনসাধারণের ভয়ংকর দারিদ্র্য দেখলে অবশ্যই নর্মান বেথুন বলতেন, 'এই দেশে তো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অনেক এগিয়েছে, তবু এত বুভুক্ষা ও স্বাস্থ্যহীনতা কেন? দ্রুত সমাজের রূপ পাল্টাও তোমরা, অর্থনীতিকে পাল্টিয়ে দাও, কারণ অসাম্যের অর্থনীতিই স্বাস্থ্যহীনতা প্রসব করে।'

তামাম পৃথিবীর জন্য ভাবনা, পৃথিবীর প্রতি কোণের প্রতিটি সাধারণ মানুষ, রোগাক্রান্ত মানুষ হলো আমার ভাই এই চিন্তা, এই বোধ একটি হীরকখণ্ডের মত জ্বলন্ত সৌভ্রাতৃত্বে জ্বলছে। এই হীরকখণ্ডটির নাম নর্মান বেথুন। সকলের স্বাস্থ্যের জন্য নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ঠিক করে নেওয়ার অপর নাম নর্মান বেথুন।

জনস্বাস্থ্যকর্মীদের দায়িত্ব, লক্ষ্য ও কর্তব্য :

নর্মান বেথুন আমাদের দায়িত্বে এবং কর্তব্যে দীক্ষিত করেন। এখানেই আমরা সঠিক নিশানা পেয়ে যাই। আমরা জানতে পারি কোন দুর্গ ভাঙতে হবে, কোন দুর্গ গড়তে হবে। ব্যক্তিগত ও পরিবারগত স্বাস্থ্য অর্জনের পাশাপাশি জাতীয় স্বাস্থ্যের ব্যাপারে তাই আমাদের করণীয় এখনই ঠিক করে নিতে হবে। সমাজের প্রতিটি পেশাভিত্তিক স্তরের মানুষেরা—শ্রমিক, কৃষক, চিকিৎসক, শিক্ষক, বিজ্ঞানকর্মী, অফিস আদালতের বুদ্ধিজীবী, রাজনৈতিক কর্মী—সবাইকে এগিয়ে এসে জনস্বাস্থ্যকর্মী হতে হবে। যিনিই সমাজের জন্য কিছু ভাবনা-চিন্তা করেন, সমাজকে সঠিক খাতে বইয়ে দেবার কথা ভাবেন, তিনিই জনস্বাস্থ্যকর্মী।

একজন স্বাস্থ্যকর্মী হিসেবে আমাদের ভূমিকা কী হবে? প্রাথমিকভাবে নীচের দায়িত্বগুলি সম্পাদন করাই আমাদের আশু লক্ষ্য—

- স্বাস্থ্যব্যবস্থার বর্তমান দুরবস্থার মৌল সামাজিক কারণগুলি জনসমক্ষে তুলে ধরা।
- বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যের দাবীতে জনগণকে আন্দোলনে সংগঠিত করা।
- সর্বজনীন শিক্ষা এবং মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত বাধ্যতামূলক স্বাস্থ্যশিক্ষা প্রবর্তন করার দাবী করা।
- চিকিৎসা ব্যবস্থাকে দুর্বোধ্যতা মুক্ত করার আওয়াজ তোলা।
- অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকারক ওষুধ ও চিকিৎসা নিষিদ্ধ করার সপক্ষে আন্দোলন সংগঠিত করা।
- মানুষকে পরীক্ষামূলক প্রাণী হিসাবে ব্যবহারের বিরোধিতা করা।

আপনি যেখানে যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন, নিজেকে একজন জনস্বাস্থ্যকর্মী হিসাবে সক্রিয় করে তুলুন। আপনি অবশ্যই জানেন যে এদেশের শুধু আর্থসামাজিক অবস্থাই প্রতিকূল নয়, শতকরা আশি ভাগ মানুষই তথাকথিত চিকিৎসা সভ্যতার বাইরে রয়েছে। আপনি এও জানেন, স্বাস্থ্য বলতে আর অসুখের সীমিত চিকিৎসা, কিছু প্রতিষেধক ব্যবস্থা ইত্যাদি না বুঝিয়ে সমস্ত দেশের, সমাজের সকল মানুষের স্বাস্থ্যকে বোঝায়। মানুষের মৌলিক অধিকারের সঙ্গেই স্বাস্থ্য জড়িয়ে আছে। স্বাস্থ্য সম্পর্কীয় সুবিধাকে মানবিক অধিকার হিসাবে গণ্য করার সঙ্গে সঙ্গে একজন জনস্বাস্থ্য কর্মীও রাজনৈতিক ব্যক্তিসত্তা হিসাবে প্রতিপন্ন হন। সমাজের অধিকাংশ মানুষ যে সব অন্যায়, অবিচারের মাধ্যমে অত্যাচারিত হন এবং রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতার শিকার হন ও জন্মগত অধিকারগুলি থেকে বঞ্চিত হন, সে সম্পর্কেও তাঁকে সজাগ থাকতে হবে। একজন ভাল জনস্বাস্থ্যকর্মীকে অবশ্যই সৎ রাজনৈতিক বোধসম্পন্ন ব্যক্তি হিসাবে গড়ে উঠতে হবে।

স্বাস্থ্যচর্চার বহু স্তরেই মহান পেশার মানুষ বলে পরিচিত চিকিৎসকদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হতে বাধ্য। কিন্তু সাধারণত দেখা যায় যে চিকিৎসকের ভূমিকা কেবল রোগের উদ্ভবের পরই আসে। আজকের সমাজ এই ভূমিকার সীমাবদ্ধতা ভেঙ্গে দিয়ে বাড়তি কিছু আশা করে। সমাজ দাবী করে যে চিকিৎসকগণ স্বাস্থ্য সম্পর্কে নূতন চিন্তাভাবনায় মানুষজনকে ভাবিয়ে তুলবেন।

আমাদের স্থির বিশ্বাস যে একজন জনস্বাস্থ্য কর্মী স্বাস্থ্যসংক্রান্ত ব্যাপারে জনসাধারণের নেতা বলে সমাজের শ্রদ্ধা অবশ্যই পাবেন। খাদ্য ও শিক্ষার অভাব, ভূমির অসম বণ্টন, মানুষে মানুষে তিক্ত সম্পর্ক অনেক স্বাস্থ্য সমস্যার জন্য দায়ী। এই সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করেন বলেই একজন জনস্বাস্থ্যকর্মী মানুষের শ্রদ্ধা অর্জন করেন।

মানুষের রোগ হলে চিকিৎসা করাই নিয়ম। কিন্তু একজন দায়িত্বশীল জনস্বাস্থ্যকর্মী তার আগে থেকেই কাজ শুরু করেন। বেশীর ভাগ রোগ আগে থেকেই প্রতিরোধ করা যায়। মানুষের রোগই যাতে না হয় তিনি সেই চেষ্টা করেন। ওষুধ আমাদেয় দেশে মূলত সাম্রাজ্যবাদী দেশ ও বহুজাতিক সংস্থাগুলিরই সেবা করে। সেই ওষুধের দাস হওয়া থেকে মানুষকে উদ্ধার করেন একজন জনস্বাস্থ্যকর্মী।

পুরাতন প্রথাসমূহ দ্বারা আক্রান্ত আমাদের সমাজ। এই সমাজের সীমারেখা ভেঙ্গে দিয়ে নূতন করে সীমা চিহ্নিত করতে হবে। এ হল এক নূতন পরিবর্তনের কথা। সমস্ত বাধা অতিক্রম করে আপনিও আমাদের একজন সহকর্মী হোন—

- **আপনি ব্যক্তিগতভাবে একজন জনস্বাস্থ্যকর্মী হোন। আপনার গোটা পরিবারকে জনস্বাস্থ্য পরিবারে রূপান্তরিত করুন।**
- **আপনি যে পেশার লোকই হোন না কেন, যে কাজই আপনি করুন না কেন, একজন জনস্বাস্থ্যকর্মী হয়ে উঠতে আপনার কোন বাধা নেই। যে সংগঠনের সঙ্গে আপনি যুক্ত, সেই সংগঠনকে জনস্বাস্থ্যের কর্মসূচী গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করুন।**
- **সমাজের একজন সচেতন সদস্য হিসাবে স্বতোৎসাহিত হয়ে জনস্বাস্থ্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করুন এবং সমাজের আরও বেশী বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার পাত্র রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করুন।**

●

নর্মান বেথুন জনস্বাস্থ্য আন্দোলন

নর্মান বেথুন জনস্বাস্থ্য আন্দোলন একটি গণসংগঠন। এই সংগঠন বিশ্বাস করে, সমাজের সকল আধিব্যাধির মূলোচ্ছেদ করতে আর্থ-সামাজিক অব্যবস্থার মৌল পরিবর্তন একমাত্র আবশ্যিক শর্ত। সঙ্গে সঙ্গে সংগঠন এও বিশ্বাস করে, জনস্বাস্থ্য তথা জনবিজ্ঞান আন্দোলন সমাজ বদলের মূল লড়াইয়ের সঙ্গে অসমঞ্জস তো নয়ই, বরং এক সহায়ক উপধারা। তাই অনিবার্যভাবেই একজন সৎ জনস্বার্থ কর্মীকে এক সৎ রাজনৈতিক কর্মী হতে হয়। বিপরীতে জনস্বাস্থ্য আন্দোলনে যুক্ত কোনও কর্মীরও কাজের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বে উত্তরণ ঘটে। নর্মান বেথুন জনস্বাস্থ্য আন্দোলন স্বাস্থ্যকে সামাজিক প্রেক্ষাপটে দেখতে ও দেখাতে প্রয়াস চালায়, অস্বাস্থ্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামের চেতনার উন্মেষ ও প্রসার ঘটাতে চায়। কারণ, একমাত্র সচেতন জনগণই সমাজদেহের মৌল পরিবর্তন সংঘটিত করতে পারে।

এই সংগঠনের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয় 1983 সালের 4 মার্চ। শিক্ষক, চিকিৎসক, বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানকর্মী, সাংবাদিক, চাকুরিজীবি ইত্যাদি বিভিন্ন পেশা ও জীবিকাগত অবস্থানের কিছু মানুষ আমরা এই গণ-সংগঠনে আছি। বর্তমান সংগঠনে সম্মিলিত হবার আগে, সত্তরের দশকের প্রথমার্ধ থেকেই আমাদের মধ্যে অনেকে জনস্বাস্থ্যের কিছু কিছু প্রচেষ্টায় অংশ গ্রহণ করেছে, প্রবন্ধ, পুস্তিকা লিখেছে। সদস্যদের সকলেই প্রগতিশীল মতাদর্শে বিশ্বাসী হলেও নর্মান বেথুন জনস্বাস্থ্য আন্দোলন কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত নয়। গণ-সংগঠনের রীতিনীতি অনুযায়ীই এটি চলে এবং জনস্বাস্থ্যে আগ্রহী যে কোন ব্যক্তির এখানে সাদর আমন্ত্রণ।

আমাদের কর্মসূচী ঃ

'জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের রূপরেখা'য় বর্ণিত আমাদের সংগঠনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সুসংহত বাস্তবায়নের জন্য আমরা কয়েকটি নির্দিষ্ট প্রকল্প গ্রহণ করেছি। কাজ করতে গিয়ে লব্ধ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমাদের প্রকল্পগুলির সংযোজন ও সংশোধন হ'চ্ছে। আপাততঃ যে প্রকল্পগুলি নিয়ে আমরা কাজ করছি এবং ভাবছি তার কয়েকটি বিষয়ে কিছু বিস্তারিত জানানো হ'ল।

1. জনস্বাস্থ্য প্রকাশন ঃ

এটি আমাদের প্রথম এবং এখন পর্যন্ত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প। এই প্রকল্পে 31 জানুয়ারী 1986 থেকে প্রতি দু'মাস অন্তর আমরা নিয়মিত 'জনস্বাস্থ্য পুস্তকমালা' প্রকাশ করছি। **কেবলমাত্র বিজ্ঞান সম্মত তথ্য দিয়ে বাংলাভাষায় জনস্বাস্থ্য বিষয়ক ধারাবাহিক প্রকাশনার এটিই সর্বপ্রথম উদ্যোগ।** এই সিরিজের পুস্তিকাগুলির মাধ্যমে আমরা সাধারণ লেখাপড়া জানা বাংলা-ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য চেতনা বাড়াতে চাই। আমাদের দেশের বেশীর ভাগ মানুষ যে সব অসুখে বেশী আক্রান্ত হন অথবা যে সব জনস্বাস্থ্য সমস্যায় তাঁরা বেশী বিব্রত, বিভ্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হন, এমন সব বিষয় নিয়ে সহজবোধ বাংলায় পুস্তিকাগুলি লিখছেন সমাজ সচেতন কৃতী চিকিৎসক বন্ধুরা। শিক্ষার আলো যতদূর পর্যন্ত পৌঁছেছে—শহর, শহরতলীর এবং বিশেষভাবে গ্রামের মানুষের কাছে জনস্বাস্থ্যের এমন অতিপ্রয়োজনীয় তথ্যগুলি আমরা পৌঁছে দিতে চাই যা জানলে তাঁরা নিখরচায় বা অল্প খরচে অনেক অসুখ-বিসুখের হাত থেকে নিজেরা বাঁচতে বা তাড়াতাড়ি সেরে উঠতে পারবেন। **তাঁরা চিকিৎসক না হয়েও এই পুস্তিকাগুলি পড়ে নিজের পরিবার, প্রতিবেশী এবং এলাকার মানুষের স্বাস্থ্য সংরক্ষণে বড় ভূমিকা নিতে পারবেন।** যেখানে উপযুক্ত চিকিৎসক নেই অথবা তাঁর সাহায্য পেতে দেরী হবে এরকম পরিস্থিতিতে কর্তব্য স্থির করতে আমাদের পুস্তিকার সহায়তা পাবেন। গ্রামের, পাড়ার ক্লাবের তরুণ-তরুণী, মহিলা সমিতি ও যুবসংগঠনের কর্মী, শিক্ষকবন্ধু এবংপ্রতিটি রাজনৈতিক দলের কর্মী—যাঁরা সাধারণ মানুষের কাছাকাছি আছেন তাঁদের সুখ-দুঃখের অংশীদার হয়ে জন-গণের শ্রদ্ধা, প্রীতি ও ভালবাসা পান তাঁরা আমাদের এই বইগুলোকে এক বিশেষ হাতিয়াররূপে ব্যবহার করতে পারবেন বলে আমরা আশা রাখি। বইগুলি নিয়ে আপনারা আলোচনাসভা, বৈঠক ইত্যাদি করুন। কোনও পুস্তিকার কোনও অংশ বুঝতে অসুবিধা হলে আমাদের লিখুন, আমরা চিঠির জবাব দেবো এবং প্রয়োজন-বোধে পরবর্তী সংস্করণে বিস্তারিতভাবে, আরও সহজ ভাষায় লেখা হবে। এ প্রসঙ্গে আমরা আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে কিছু বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র আমাদের পুস্তিকা-গুলি সাফল্যের সঙ্গে পাঠ্য হিসেবে কাজে লাগাচ্ছেন—আন্যান্য প্রথাবহির্ভূত শিক্ষাকেন্দ্রের পরিচালকদেরও আমরা বইগুলো পড়ানোর চেষ্টা করতে এবং তাঁদের অভিজ্ঞতা আমাদের জানাতে অনুরোধ করছি। মাধ্যমিকস্তরে স্বাস্থ্য শিক্ষার জন্যও এগুলি ব্যবহৃত হতে পারে। আমরা জানি আমাদের উদ্দিষ্ট পাঠকদের আর্থিক ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। আবার এ বিবেচনাও করতে হয়েছে যে

বইগুলো দীর্ঘদিন যাবৎ বারবার ব্যবহার করতে হবে। দুদিক বিবেচনা করে শক্ত সাদা কাগজে ছাপা এবং যথাসম্ভব কম মূল্যে ধার্য করা হয়েছে।

2. **জনস্বাস্থ্য বিষয়ক আলোচনাসভা, পোস্টার ও চলচ্চিত্র প্রদর্শনী এবং স্লাইড সহযোগে বক্তৃতা ঃ**

স্বাধীনতার চল্লিশ বছর পরেও আমাদের দেশের এক বৃহৎ সংখ্যক জনগণের কাছে ছাপা অক্ষর কোন অর্থ বহন করে না। সাক্ষরদের একটি বড় অংশও মুদ্রিত বক্তব্য সহজে গ্রহণ করতে পারেন না। এর সঙ্গে আছে আমাদের অক্ষমতা–সহজ ভাষায় লিখতে না পারা। এই সব বাধা অতিক্রমের উদ্দেশ্যে আমরা বিভিন্নস্থানে জনস্বাস্থ্য বিষয়ে সভা, সমাবেশ, আলোচনাচক্র, প্রদর্শনী ইত্যাদিতে অংশ গ্রহণ করি। অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জেনেছি আমাদের আয়োজিত সভার চেয়ে দলমত নির্বিশেষে বিভিন্ন গণসংগঠন, ক্লাব বা রাজনৈতিক দলগুলির শাখা সংগঠনের সাথে যুক্ত সভা বা তাদের আয়োজিত সভার মাধ্যমে আমরা আমাদের স্বকীয়তা বজায় রেখেও, আমাদের স্বল্প সামর্থের মধ্যে থেকে অনেক বেশী লোকের কাছে আমাদের বক্তব্য পৌঁছোতে পারছি। যেহেতু আমরা কেবলমাত্র বিজ্ঞানসম্মত বক্তব্যই বলি তাই কারা আমাদের ডাকলেন তাদের জাত-বিচারে আমরা বেশী সময় ব্যয় করতে উৎসাহী নই। আজ পর্যন্ত যারাই আমাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তাদের সবার সভাতেই আমরা গিয়েছি এবং সব ক্ষেত্রেই সদর্থক আলোচনা হয়েছে। ভবিষ্যতেও আমাদের এই কর্মসূচী বহাল থাকবে–এই প্রকল্পের গুণগত মান ও ব্যাপকতা বাড়াতে আমরা পোস্টার চলচ্চিত্র এবং স্লাইড প্রদর্শনী যোগ করছি।

কিছু শিল্পী বন্ধু ডাঃ নর্মান বেথুনের জীবনী এবং আমাদের বক্তব্যভিত্তিক কিছু ছবি ও পোস্টার তৈরী করে দিয়েছেন। সভা ও প্রদর্শনীর উদ্যোক্তারা চাইলে এবং অক্ষত অবস্থায় ফেরত পাবার আশ্বাস পেলে আমরা এগুলো দিতে পারি। আমাদের এক সহকর্মী একটি ভাল অটোমেটিক স্লাইড প্রোজেক্টর আমাদের উপহার দিয়েছেন। এর সাহায্যে আমরা শতাধিক স্লাইড সহযোগে বক্তৃতা ও আলোচনার ব্যবস্থা করতে পারি। এটি চালাতে 220 ভোল্ট বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা থাকা দরকার। এর সাথে আমরা জনস্বাস্থ্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে স্লাইড সেট তৈরীর প্রকল্পও গ্রহণ করেছি।

প্রয়াত অগ্রজ জনস্বাস্থ্য কর্মী ডাঃ বিজয়কুমার বসু তাঁর শুভেচ্ছা ও সহযোগিতার নিদর্শন হিসাবে ডাঃ নর্মান বেথুনের সংগ্রামী জীবন কাহিনী নিয়ে চীনে তৈরী দুই ঘণ্টার পূর্ণ দৈর্ঘ্য 16 মিমি রঙীন চলচ্চিত্রের একটি প্রিন্ট আমাদের দিয়েছেন। জনমুখী কাজে আগ্রহী দর্শকদের এটি আকৃষ্ট করে। এই ফিল্ম দেখানোর জন্য উদ্যোক্তাদের 16 মিমি প্রোজেকটরের ব্যবস্থা করতে হবে। এখনো পর্যন্ত আমরা এই ফিল্ম প্রদর্শনের জন্য কোনও অর্থ চাইছি না, কিন্তু এর সংরক্ষণের জন্য আগ্রহী বন্ধুদের সক্রিয় সাহায্য ও পরামর্শ চাই। ভারতবর্ষে এই চলচ্চিত্রটির এটিই একমাত্র প্রিন্ট—এর আর একটি প্রিন্ট করানো দরকার।

সভা, আলোচনাচক্র বা প্রদর্শনীর আয়োজকদের কাছে আমাদের অনুরোধ তাঁরা যেন অন্ততঃ দিন পনেরো আগে নির্দিষ্ট আলোচ্য বিষয় এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য জানিয়ে আমাদেয় প্রস্তুত থাকতে সাহায্য করেন। শনি ও রবিবার এবং সাধারণ ছুটির দিন সভা করলে আমাদের সুবিধা হবে। যাতায়াত ভাড়া এবং প্রয়োজনে সাধারণ থাকা / খাওয়ার ব্যবস্থা উদ্যোক্তারা করবেন আমরা এ আশা করি। এ ছাড়া সক্রিয় সহযোগিতার নিদর্শনরূপে আমাদের কিছু পুস্তিকা বিক্রয় বা সঙ্গতি থাকলে আর্থিক সাহায্য চাইবো—অবশ্য এটা বাধ্যতামূলক নয়।

3. বহুমুখী গ্রামীন জনস্বাস্থ্য কেন্দ্র ঃ

বাংলাদেশে আমাদের বন্ধুদের তৈরী 'গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র' আজ দেশ-বিদেশে একটি পরিচিত নাম। আমাদের কিছু কর্মী একাধিকবার সেখানে গেছেন, থেকেছেন এবং তাদের কাজের সাথে যুক্ত হয়েছেন। গনস্বাস্থ্য কেন্দ্রের অভিজ্ঞতা এবং আমাদের নিজস্ব চিন্তাধারার সংযোগে আমাদের এই প্রকল্প রচিত হচ্ছে। কৃষি খামার, পোল্ট্রি, মাছের চাষ, ডেয়ারী ইত্যাদি সহ গ্রাম ভিত্তিক এই প্রকল্পে সাধারণ চিকিৎসা, স্বাস্থ্য বীমা, বিদ্যালয়, বৃদ্ধাশ্রম ইত্যাদি থাকবে এবং এর বড় একটি অংশ হবে কিশোর মনোরোগীদের চিকিৎসা ও সামাজিক পুনর্বাসন—যা আমাদের দেশে কোথাও নেই। নেশার ওষুধের ব্যাপক আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রকল্পের দ্রুত রূপায়ণ অত্যন্ত জরুরী। এই প্রকল্পের জন্য আমরা গ্রামাঞ্চলে বিঘা তিরিশ জমির সন্ধানে আছি। কিশোর/কিশোরী মনোরোগীদের অভিভাবক অভিভাবিকারা আমাদের এই প্রকল্পে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হতে চাইলে যোগাগোগ করতে পারেন।

4. রোগী চিকিৎসক সম্পর্ক ঃ

এটি একটি অত্যন্ত সংবেদনশীল সম্পর্ক। চিকিৎসকের প্রতি রোগীর যেমন পূর্ণ আস্থা থাকা দরকার, চিকিৎসকেরও রোগীর প্রতি নিজ পরিজন-সুলভ মমত্ব সহ দায়িত্বশীল হওয়া প্রয়োজন। এটা বাস্তব সত্য যে দু পক্ষ থেকেই সম্পর্কে দ্রুত অবনমনের কারণ ঘটছে। সামাজিক সম্পর্কের পরিবর্তন এজন্য কিছু পরিমানে দায়ী হলেও চিকিৎসকদের আত্মানুসন্ধানের কিছু প্রয়োজন আছে। উন্নত দেশগুলিতে চিকিৎসা বিজ্ঞানে একটি বিশেষ মানের প্রশিক্ষণ না থাকলে চিকিৎসকে হওয়া যায় না। অথচ আমাদের দেশে চিকিৎসা ব্যবসায়ে যুক্ত বেশীরভাগ লোকেরই চিকিৎসা-বিজ্ঞানে শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই। এ বিষয়ে রাজনৈতিক দল এমনকি বুদ্ধিজীবিরাও উদাসীন। এই সুযোগে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার এবং বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলি গরীবের জন্য সস্তার চিকিৎসার যুক্তি দেখিয়ে হোমিওপ্যাথি, আয়ুর্বেদ, সিদ্ধ, আকুপাংচার ইত্যাদি ডিগ্রি-ডিপ্লোমার ব্যবস্থা করে বিজ্ঞান সম্মত চিকিৎসার দায়িত্ব এড়াতে চাইছেন এবং বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছেন। এছাড়া আছেন বিপুল সংখ্যক হাতুড়ে চিকিৎসক যাঁরা নিজেরাই নিজেদের শিক্ষক। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যক্ষা রোগ সারাতে যক্ষারোগের জীবানু বিনাশী ওষুধই দিতে হবে—হোমিওপ্যাথি, আয়ুর্বেদ বা আকুপাংচারে সারবে না। এবং এ ওষুধ যথোচিত মাত্রায় না দিলে বা মাত্রা কম/বেশী হলে ক্ষতি হবে। বিজ্ঞান সম্মত চিকিৎসা পদ্ধতিতে শিক্ষিত চিকিৎসক ছাড়া অন্যের হাতে বিপত্তি ঘটে। এর ফলে সাধারণ রোগী স্বাভাবিক ভাবে সব চিকিৎসকদের উপরই বিরূপ হয়, রোগী চিকিৎসকের এবং চিকিৎসার উপর আস্থা হারায়—কোথাও শারিরীক নিগ্রহ পর্যন্ত ঘটে। অশিক্ষিত চিকিৎসাব্যবসায়ী যেমন তাঁর অজ্ঞতার জন্য রোগীর ক্ষতি করে, দুঃখজনক হলেও একথা সত্য যে চিকিৎসাবিজ্ঞানে প্রথাগত-ভাবে শিক্ষিত এবং উচ্চতর ডিগ্রিধারী চিকিৎসকদের গাফিলতিতেও অনেক রোগী ক্ষতিগ্রস্ত হন।

সাধারণ মানুষের স্বার্থরক্ষার সপক্ষে লড়াইয়ের অংশীদার হিসাবে আমরা সুস্থ ও যুক্তি নির্ভর রোগী-চিকিৎসক সম্পর্ক দৃঢ়তর করতে চাই। রোগী যদি কোন চিকিৎসকের প্রতি অন্যায় আরচণ করেন অথবা চিকিৎসকের অজ্ঞতা বা গাফিলতি যদি কোন রোগীর ক্ষতির কারণ হয় এমন সব ক্ষেত্রে আইনগত ও অন্যান্য বিষয়ে পরামর্শ দেবার জন্য বিশিষ্ট আইনজীবি ও চিকিৎসকদের নিয়ে এই বিশেষ প্রকল্পে আমরা একটি গোষ্ঠি তৈরী করছি।

আপনি কিভাবে সাহায্য করতে পারেন ?

'জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের রূপরেখা, এবং আমাদের প্রকল্পগুলি বিষয়ে জানার পর আপনিই ঠিক করবেন আপনি আপনার ক্ষমতা এবং যোগাযোগের মাধ্যমে আমাদের কী সাহায্য করতে পারেন। আমরা যে যে সাহায্যের কথা উল্লেখ করছি এর বাইরেও নিশ্চয়ই অনেক দিক থেকে আপনার সহযোগিতা আরও বেশী কার্যকর হতে পারে।

সহযোগী সদস্য :

বার্ষিক পনেরো টাকা চাঁদায় আপনি আমাদের একজন সহযোগী সদস্য হতে পারেন। বিশেষ সুবিধা হিসাবে জনস্বাস্থ্য পুস্তকমালার বইগুলি সাধারণ ডাকযোগে পাবেন। বাড়তি দশ টাকা দিলে আগের বছরের পুস্তিকা-গুলিও পাবেন।

আর্থিক সাহায্য ঃ

আজ পর্যন্ত আমরা কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারের কাছ থেকে কোনো সাহায্য চাইনি এবং পাইনি। প্রাথমিকভাবে আমাদের নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে এবং বন্ধু বান্ধবদের কাছ থেকে ক্ষুদ্র সাহায্য নিয়ে কিছু কাজ করে সরকারের কাছে আর্থিক সাহায্য দাবী করার মত বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে চেয়েছি এবং ইতিমধ্যেই এ বিষয়ে আমাদের আশানুরূপ অগ্রগতি হয়েছে। আমাদের কয়েকজন বন্ধু কয়েকটি পুস্তিকা প্রকাশে সহায়তা করেছেন এবং সেইসব পুস্তিকায় তাঁদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছি। আপনিও আমাদের একজন এধরনের বন্ধু হতে পারেন। স্বল্পতম আর্থিক সাহায্যও আমাদের কাছে মূল্যবান।

পুস্তক বিক্রয় ঃ

আমাদের পুস্তিকাগুলি উদ্দিষ্ট পাঠকদের কাছে পৌঁছে দেবার সুব্যবস্থা এখনো করে ওঠা সম্ভব হয় নি। মফঃস্বলের প্রতিটি শহরে অন্ততঃ একটি দোকানে বইগুলি বিক্রয়ার্থে রাখা দরকার। আমাদের আন্দোলনের প্রত্যেক সহযোগী নিজের এলাকার বইয়ের দোকান ও পত্র-পত্রিকার স্টলকে অনুরোধ করতে পারেন আমাদের বইগুলি রাখতে। বিক্রেতাদের স্বার্থে আমরা তাঁদের $33\frac{1}{3}\%$ কমিশন দিয়ে থাকি।

পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞাপন ও পুস্তক সমালোচনা ঃ

আর্থিক সীমাবদ্ধতার জন্য আমরা পত্র-পত্রিকার বিজ্ঞাপন দিতে পারি না। আমাদের কিছু বন্ধু তাঁদের পত্রিকায় বিনা ব্যয়ে মাঝে মাঝে আমাদের পুস্তিকার বিজ্ঞাপন এবং অন্যান্য কাজের বিবরণ ও পুস্তক সমালোচনা প্রকাশ করে সহায়তা করেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় আপনার যোগাযোগের মাধ্যমে আপনি এ ধরনের সহায়তা করতে পারেন। আমাদের উদ্দিষ্ট পাঠকদের বৃহত্তম অংশ মফঃস্বলবাসী হওয়ায় মফঃস্বলের পত্র-পত্রিকার কাছে আমরা এ ধরনের সহায়তা প্রার্থী। সামাজিক দায়িত্ব পালনে তাঁদের সাহায্য আমাদের অনেকদূর এগিয়ে দিতে পারে। গণসংগঠনের সাথে যুক্ত সাথীরা তাঁদের সংগঠনের মুখপত্রের মাধ্যমে তাঁদের সদস্যদের এই পুস্তিকাগুলি কিনতে ও পড়তে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন—এ বইগুলি তাঁদের স্বাস্থ্য সমস্যায় বিশেষ সহায়ক হওয়ায় সংগঠনের সামাজিক দায়িত্বও প্রতিপালিত হবে।

জনস্বাস্থ্য বিষয়ক আলোচনাসভা ও প্রদর্শনী ঃ

নিজের নিজের এলাকায় ও সংগঠনে জনস্বাস্থ্য বিষয়ে আলোচনাসভা ও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে চিন্তা ও চেতনার বিকাশে সহায়তা করুন। এ বিষয়ে যদি আমাদের কোনো সাহায্য প্রয়োজন মনে করেন তাহলে জানাবেন, আমরা আমাদের সাধ্যায়ত্ত সব কিছুই করবো।

আপনার মতামত জানতে চাই ঃ

আমাদের পুস্তিকাটি পড়ে আমাদের সংগঠন সম্পর্কে ভাল, মন্দ বা অস্পষ্ট কিছু ধারণা আপনার নিশ্চয়ই হয়ে থাকবে—আমরা আপনার এই ধারণা জানতে চাই। আপনি আমাদের সঙ্গে একমত হ'য়ে শুভেচ্ছা জানালে খুশী হবো। কিন্তু মতের অমিল হ'লে সেটা জানা আমাদের পক্ষে আরও জরুরী—আপনাদের মাধ্যমে আমরা জনস্বাস্থ্যের এমন বিশেষ বিশেষ দিক অবগত হবো যা আমরা এখনো ভাবতে পারিনি। এভাবেই আমরা সমবেত উদ্যোগে আন্দোলনের গুণগত মানের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি এবং ব্যাপ্তি বাড়ানোর মাধ্যমে লক্ষ্যে পৌঁছোতে পারবো।

———

লেখক পরিচিতি : শ্রী কালিদাস সমাজদার উল্টাডাঙ্গা ইউনাইটেড হাইস্কুলের শিক্ষক, শিক্ষক আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় কর্মী এবং বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সহসভাপতি। শ্রী বিশ্বজিৎ দত্তগুপ্ত সেণ্ট্রাল গ্লাস এণ্ড সেরামিক্স রিসার্চ ইনস্টিটিউটের কর্মী এবং সর্বভারতীয় বিজ্ঞানকর্মী আন্দোলনের নেতা। উভয়েই নর্মান বেথুন জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের সহ সভাপতি।

আমরা প্রকাশ করেছি :

পেটের অসুখ, অপুষ্টি, রোগ প্রতিরোধে টিকা, এসব ওষুধ খাবেন না, কৃমি সংক্রমণ, রক্তাল্পতা, জ্বর, কাশি, প্রসঙ্গ ওষুধ, জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের রূপরেখা এবং People's Health Movement—A Manifesto.

আমাদের পুস্তিকা কোথায় পাবেন ?

কলকাতা—বুক মার্ক, নিউ বুক সেণ্টার, মনীষা গ্রন্থালয়, ওয়েষ্ট বেঙ্গল ভলাণ্টারী হেলথ অ্যাসোসিয়েশান, পিপলস বুক সোসাইটি, পাতিরাম বুক স্টল, কথাশিল্প, শৈব্যা পুস্তকালয় এবং আমাদের কাছে।

নদীয়া—প্রগতি বার্তা, বি 6/119 কল্যাণী।

মেদিনীপুর—দৈনিক চেতনা, কাঁথি।

ত্রিপুরা—জ্ঞান বিচিত্রা, 10 জগন্নাথবাড়ি রোড, আগরতলা।

হুগলী—চিনসুরা সায়েন্স ক্লাব, নতুন বাজার, চুঁচুড়া।

এছাড়া যে কোনও প্রগতিশীল বইয়ের দোকানে খোঁজ নিন।

* 1987 সালের পাঠক সদস্য চাঁদা 15 টাকা। মাণি-অর্ডার কুপনে নিজের নাম ঠিকানা লিখবেন। "Norman Bethune Janaswasthya Andolan" নামে ড্রাফট বা চেক লিখবেন।

যোগাযোগের ঠিকানা :

কর্মসচিব
নর্মান বেথুন জনস্বাস্থ্য আন্দোলন,
ইউনিভার্সিটি কলেজ অফ মেডিসিন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,
244-বি, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলিকাতা-700020,
(ফোন : 44-9656)

'জনস্বাস্থ্য প্রকাশন' এর পক্ষে ডাঃ জ্ঞানব্রত শীল কর্তৃক প্রকাশিত এবং বেঙ্গল জব প্রেস, 1/5/1এ, প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীট, কলিকাতা-700012 হইতে মুদ্রিত।